

# दिशारी

सतुतुऑरु ररुतु वरुशुष सनुखुतु



वरुऑरुऑरु ऑरुतुष ररुतु कलुऑ

ऑ/२ वरुऑरुऑरु डरुदवडुर कलकतरु, १००००२

# পত্রিকা উপসমিতি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী

সম্পাদক

ডঃ অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা গুহ, সম্পা  
দেবনাথ, গার্গী সাহা কেশ, অভিজিৎদাস, মৃগাল  
বীরবংশী, অভিষেক সামন্ত, সুরজিৎ সরকার,  
পলাশপ্রিয়া হালদার, সুনন্দিত চৌধুরী, অঞ্জিরা  
সেন, সোমা মজুমদার, বকুল শ্রীমানী, দেবাশীষ  
দাস।

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশন

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

৮/২ বিজয়গড় যাদবপুর কলকাতা, ৭০০০৩২

অলংকরণ

হোয়াইট ফেদার একাডেমি, দেবীনিবাস

দমদম, কলকাতা

মুদ্রণ

স্কলার্স বুক হাব, দমদম কলকাতা, ৭০০০৭৪,

যোগাযোগ : ৯২৩১৯২৩২৯২

## সম্পাদকের কলমে

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় মহাবিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক চেষ্টায় দিশারীর “সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যাটি” প্রকাশিত হলো। করুণা অতিমারির প্রবল প্রকপের মধ্যেও দিশারী পত্রিকা সংখ্যাগুলি আমরা নিয়মিত প্রকাশ করতে পেরেছি। আজ এই অতিমারির প্রকোপ থেকে বেরিয়ে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছি এবং সত্যজিৎ রায় কে বিশেষ সম্মান হিসেবে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া যা সম্ভবপর হতো না। এই পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সৃজনশীল ক্রিয়াকর্মের উৎসাহ দেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সকলের সুস্থ জীবন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আগামী দিনেও এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে যেন প্রকাশিত হয় এই আশা রাখি। সকলকে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও সৃজনশীল কর্মে উৎসাহদান এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার এক উজ্জ্বল পদক্ষেপ এই " দিশারী "।

ড.অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়



# সূচীপত্র

পায়েল ঘোষ	7
দেবজ্যোতি দাস	10
দীপ কুমার হালদার	15
সঙ্ঘিতা দে	17
নিকিতা দে	19
জয়ী সরকার	21
Abhisek Roy	25
Rajrupa Das	27
Soumya Karmakar	31
Sandipan Basak	40



## পায়েল ঘোষ ( ছাত্রী )

উপাখ্যানে যার চমকে গোটা গল্প চমকে যায় বা যা ছাড়া এই পৃথিবী উজ্জল হতে পারে না তাই হল প্রত্যেকটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন চাঁদ, তারা, সূর্য প্রভৃতির ভূমিকা অপরিসীম শুধু পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর পাশাপাশি প্রাণের মূল্য অপরিসীম। ঠিক তেমনি শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল জগতে নয় ছুঁয়েছে গোটা পৃথিবীর মূল এমনও কিংবদন্তি আছে এই বাংলার মাটিতে। আর তার নাম সত্যজিৎ রায়। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পিতা সুকুমার রায় ও মাতা সুপ্রভা রায় এর মত সত্যজিৎ রায় ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাবনত ছিলেন সত্যজিৎ। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র দুই বছরের ছোট। সুকুমার রায় বয়সে রবীন্দ্রনাথ এর চেয়ে অনেক ছোট হলেও তাঁর বিখ্যাত ছড়া ও রসবোধ নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ সুকুমার একসঙ্গে বহু সভা-সমিতি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিতের যোগাযোগের সময়, সত্যজিৎ ছিলেন নেহাতই বালক। কিন্তু সারাজীবন সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সমাজসেবার অসীম গুণগ্রাহী ছিলেন। 10 বছর বয়সে একবার মায়ের সঙ্গে সত্যজিতের শান্তিনিকেতন যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল সঙ্গে নিয়ে আসার সদ্য কেনা অটোগ্রাফ খাতায় লাজুক সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করলে তিনি স্বহস্তে লিখিত দুর্লভ স্বদেশ ভাবনা সেই অমর কবিতাখানি, "বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ই পৌষ ১৩৩১ শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্নেহ সত্যজিৎ সারাজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন তারা হচ্ছেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের থেকে দুটো জিনিস তিনি শিখেছিলেন, ছবি আঁকা এবং প্রকৃতি চেনা। ফলে ভাল লাগুক না লাগুক শান্তিনিকেতনে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তার ভবিষ্যতের ঠিকানা। তিনি নিজেই বলেছেন, "The place had opened windows for me. It had brought to me an awareness of our tradition which I knew would serve as a foundation for any branch of art that I wish to pursue."

চার বছরের জায়গায় আড়াই বছর শান্তিনিকেতনের চিত্রকলার শিক্ষা গ্রহণ করে অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর অনুমতি নিয়ে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হওয়ার বাসনায় তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। আজীবন স্মরণ করার মতো কিছু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ হলেও শান্তিনিকেতনের ঋজু নিয়ম-কানুন ও ভাবধারা সত্যজিতের মনের মত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও তার রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উপর সত্যজিতের একটি তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১) ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কে ভিত্তি করে তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'তিনকন্যা' (১৯৬১), 'চারুলতা' (১৯৬৪) এবং 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪) নির্মাণ করেছেন। সত্যজিতের জীবনের শেষ রচনাও রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই লেখা যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়েছে।

তিনি স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রথম আত্মিক বন্ধন রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। সত্যজিৎ যখন খুব ছোট তার মা তাকে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ঘুম পাড়াতেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রাথমিক যোগাযোগের মাধ্যম তার গান। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প গুলো সত্যজিতের মতে বিশ্বের সেরা গল্পের অন্তর্ভুক্ত। যে তিনটি ফিচার ফিল্ম বানিয়েছেন সত্যজিৎ রবীন্দ্র রচনা থেকে, তার প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ রচিত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ছোটগল্প (পোস্টমাস্টার মনিহার ও সমাপ্তি) চিত্রায়ন। দ্বিতীয়টিও (চারুলতা) একটি ছোটগল্পের (নষ্টনীড়) চিত্ররূপ। তবে ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' এর চাইতে সত্যজিতের ছায়াছবি 'চারুলতা' গাঁথুনি (স্বীকার করে নিয়েই যে এই দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার কলা এবং সময়ের বিচারেও চলচ্চিত্রটি ধারণ করা হয়েছে গল্প রচনা সময়ের অনেক পরে।) অনেক বেশি অটুট, গল্পের মোড় পরিবর্তন ও সংলাপে চলচ্চিত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমিত বোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। গল্পের তুলনায় চলচ্চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি আরো আধুনিক, বাস্তব সংহত ও নাগরিক মনে হয়েছে। সম্পর্কের দোলাচল ও ছিল বহুমাত্রিক ও অপেক্ষাকৃত বেশি প্রচ্ছন্ন ও জটিলতার মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান পরিবেশিত হয়েছে চলচ্চিত্রে।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে জানেন না এমন এ পৃথিবীতে কেউ নেই। সাথে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষটিকে ভুলবার মত সাধ্য বাঙালি সহ গোটা পৃথিবীর নেই। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর ভূমিকা মুখে বলা কঠিন, শুধু চলচ্চিত্র নয় তাঁর সম্পাদনায় সাথে সাথে কপিরাইটিং, স্ক্রিপ্টরাইটার, মিউজিক এডিটিং এবং ক্রিয়েটর, চিত্র প্রদর্শন, সাথে ভালো একজন অঙ্কন শিল্পী ছিলেন তিনি। এক কথায় যাকে বলা যায় বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ। লন্ডন শহরে সমরত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্রকে "Ladri Di Bicicletta" দেখার পর



দুই চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্বুদ্ধ হন। এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল তার ছবি করার নেশা, আর সে নেশাই জন্ম দিয়েছিল একের পর এক মন ছোঁয়া সিনেমা। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে প্রথম উঠে এলো 'পথের পাঁচালী', যা প্রত্যেকটি মানুষের কেড়ে নিয়েছিল। এই 'পথের পাঁচালী' এগারোটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ সালে চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়ার 'শ্রেষ্ঠ মানুষ আবর্তিত প্রামাণ্যচিত্র' (বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট্রি) পুরস্কার লাভ করে। তারপরে অপরাজিত, অপূর সংসার তৈরি করলেন তিনি। পরে এই পথের পাঁচালী, অপূর সংসার এবং অপরাজিত এই তিনটি ছবি একসঙ্গে 'অপু ত্রয়ী' তৈরি করেন তিনি, যা খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি বেশ কয়েকটি ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। কল্লবিজ্ঞানে তাঁর নির্মিত জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র হলো গোয়েন্দা, ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কু। সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনাদর্শের উজ্জ্বলতার মানস্বরূপ নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' সম্মাননা প্রদান করেন এবং 'ভারতরত্ন' এবং 'পদ্মভূষণ' সহ সকল মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।

১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে সে দেশের বিশেষ সম্মানসূচক পুরস্কার লেজিওঁ দনর ভূষিত করেন। ১৯৮৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে "অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স" তাকে আজীবন সম্মাননা স্বরূপে একাডেমির সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করেন।

শুধু পুরস্কার নয় মানুষের মন জয় করেছিলেন তিনি, যা তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার বা সম্মান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেভাবে মানুষ সত্যজিৎ রায় কে ভালোবেসেছেন সম্মান দিয়েছেন, চিনেছেন তার চেয়ে বড় কিছু সত্যজিৎ রায় আর আশা করেনি যা বলা যেতেই পারে। তার সিনেমা অপূ ত্রয়ী, চারুলতা, গুপিগাইন-বাঘাবাইন যেন একের পর এক মাইলস্টোন স্থাপন করে গিয়েছেন গোটা বিশ্বের দরবারে। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুজন তার আদর্শে আদর্শিত হয়ে নিজের জীবন চলচ্চিত্র জগতে সমর্পণ করেছিলেন উদাহরণসহ ঋতুপর্ণ ঘোষ। ঋতুপর্ণ ঘোষ তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার মত চলচ্চিত্র সম্পাদনা করেছেন, আর তিনি যে প্রশংসিত হননি তা কিন্তু বলা ভুল। তার চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসা, সম্পাদনা, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, স্ক্রিপ্ট রাইটিং প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে চলচ্চিত্র সুশোভিত করে গেছেন যা বলা বাহুল্য।

-----

## দেবজ্যোতি দাস ( ছাত্র )

সত্যজিৎ রায় (২মে ১৯২১ থেকে ২৩ শে এপ্রিল ১৯৯২) ছিলেন একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক এবং লেখক। তাকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। কলকাতা শহরের সাহিত্যশিল্প সমাজের পরিবারে তার পূর্ব পুরুষেরা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কিশোরগঞ্জের বর্তমানে বাংলাদেশে কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গামে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সত্যজিৎের কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জ'র্জ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাত ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তববাদী চলচ্চিত্র 'ladri di biciclette' (বাইসাইকেল চোর) দেখার পর তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তার কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া 'শ্রেষ্ঠ মানুষ- আবর্তিত প্রামাণ্যচিত্র' 'best human documentary' পুরস্কার। পথের পাঁচালী, অপরাজিত (১৯৫৬) ও অপূর সংসার (১৯৫৯) এই তিনটি একত্রে অপু-ত্রয়ী নামে পরিচিত এবং এই চলচ্চিত্র ত্রয়ী সত্যজিৎের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বহুল স্বীকৃত। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য, রচনা, চরিত্রায়ন, সংগীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পীদের নামের তালিকা ও প্রচারণাপত্র নকশা করাসহ নানা কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ, চলচ্চিত্র সমালোচক। বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমির সম্মানসূচক পুরস্কার (অস্কার), যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। তিনি এছাড়াও ৩২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, একটি গোল্ডেন লায়ন, একটি রুপো ভল্লুক লাভ করেন।

তিনি বেশ কয়েকটি ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন, প্রাথমিকভাবে শিশু-কিশোরদের পাঠক হিসেবে বিবেচনা করে। কল্পবিজ্ঞানে তার নির্মিত জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কু। সত্যজিৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার

'ভারতরত্ন' সম্মাননা প্রদান করেন। সত্যজিৎ ভারতরত্ন এবং পদ্মভূষণ সহ সকল মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।

২০০৪ সালে বিবিসির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকায় সত্যজিৎ ১৩ তম স্থান লাভ করেছিলেন। হৃদযন্ত্রের জটিলতার কারণে ১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল সত্যজিৎ মৃত্যুবরণ করেন। তার আদি পৈত্রিক ভিটা বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলা কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে অবস্থিত। সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাবা সুকুমার রায়ের জন্ম হয়েছিল এখানে।

উপেন্দ্রকিশোরের সময়েই সত্যজিতের পরিবারের ইতিহাস এক নতুন দিকে মোড় নেয়। লেখক, চিত্রকর, দার্শনিক, প্রকাশক ও শখের জ্যোতির্বিদ উপেন্দ্রকিশোরের পরিচিতি উনিশ শতকের বাংলার এক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ননসেন্স ও শিশু সাহিত্যের সেরা লেখকদের একজন। চিত্রকর ও সমালোচক হিসেবে সুকুমারের খ্যাতি ছিল। ১৯২১ সালে কলকাতায় জন্ম নেন সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের মাত্র তিন বছর বয়সেই বাবার মৃত্যু ঘটে, মা সুপ্রভা দেবি বহুকষ্টে তাকে বড় করেন।

সত্যজিৎ বড় হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি পড়তে যান, যদিও চারুকলায় প্রতি সব সময় তার দুর্বলতা ছিল। ১৯৪০ সালে সত্যজিতের মা তাকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কলকাতা সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না, কিন্তু শেষে মায়ের প্ররোচনা ও রবি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে রাজি হন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সত্যজিৎ প্রাচ্যের শিল্পের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পরে তিনি স্বীকার করেন যে সেখানকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। অজন্তা, ইলোরা এবং এলিফ্যান্ট ভ্রমণের পর ভারতীয় শিল্পের ওপর সত্যজিতের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মায়। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও অন্যদের সাথে মিলে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির সদস্য হবার সুবাদে তার অনেক বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ হয়। এসময় তিনি প্রচুর ছবি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতায় অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি তাদের কাছ থেকেই শহরে আসা নতুন মার্কিন চলচ্চিত্রগুলোর খবর নিতেন। এ সময় তিনি নরম্যান ক্লেয়ার নামের রয়েল এয়ার ফোর্সের এক কর্মচারী সংস্পর্শে

আসেন। তিনি সত্যজিতের মতোই চলচ্চিত্র, দাবা ও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সঙ্গীত পছন্দ করতেন। ১৯৪৯ সালে সত্যজিৎ তার দূরসম্পর্কের বোন ও বহুদিনের বান্ধবী বিজয়া কে বিয়ে করেন। সত্যজিৎ দম্পতির ঘরে ছেলে সন্দীপ রায়ের জন্ম হয়। যিনি নিজেও বর্তমানে একজন প্রথিতযশা চলচ্চিত্র পরিচালক। ওই একই বছরে রনোয়ার তার 'দ্য রিভার' চলচ্চিত্রটির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় রনোয়ারকে গ্রামাঞ্চলে চিত্র স্থান খুঁজতে সহায়তা করেন। ওই সময়ই সত্যজিৎ রনোয়ার সাথে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে রনোয়ার তাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন।

হাজার ৯৫০ সালে ডি জে কিমার সত্যজিৎকে লন্ডনে তাদের প্রধান কার্যালয়ে কাজ করতে পাঠান। লন্ডনে তিন মাস থাকাকালীন অবস্থায় সত্যজিৎ রায়ের নিরানব্বইটি চলচ্চিত্র দেখেন। এদের মধ্যে ইতালি ও নব্য বাস্তববাদী ছবি 'ladri di biciclette' (বাইসাইকেল চোর) তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। পরে সত্যজিৎ বলেছেন যে ওই ছবিটি দেখে সিনেমা হল থেকে বের হওয়ার সময় তিনি ঠিক করেন যে তিনি একজন চলচ্চিত্রকার হবেন।

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা একটি গোয়েন্দা ফেলুদা অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোট গল্প লিখেছেন যেগুলি "বার টির" সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলন গুলির শিরোনাম এ 'বার' শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন( একের পিঠে দুই, এক ডজন গল্পো ইত্যাদি) শব্দ কৌতুকের প্রতি তার আগ্রহ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধার সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য সমাধান করতে হতো। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গে উপন্যাস লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলী) আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্প এর বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ডায়েরি আকারে লেখা, যে বিজ্ঞানী রহস্যময় অন্তর্ধানের খুঁজে পাওয়া যায়। ছোটগল্পগুলো উৎকর্ষা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে যেতেন। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যের "একশন" সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লিখেন যখন ছোট ছিলাম ১৯৮২। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধ সংকলন গুলি হল আওয়ার ফিল্ম, দেয়ার ফিল্ম ১৯৭৬, বিষয় চলচ্চিত্র ১৯৮২ এবং একেই বলে শুটিং ১৯৭৯। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সত্যজিতের চলচ্চিত্রবিষয়ক নিবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশ পায় এই বইটির নামও "আওয়ার ফিল্ম দেয়ার ফিল্ম"। বইটির প্রথম অংশে সত্যজিৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করেন এবং

দ্বিতীয় অংশে হলিউড কিছু পছন্দের চিত্রনির্মাতা (চার্লি চ্যাপলিন ,আকিরা কুরোসাওয়া) ও ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদের ওপর আলোচনা করেন। বিষয় চলচ্চিত্র বইটিতে চলচ্চিত্রের নানা বিষয়ে সত্যজিতের ব্যক্তিগত দর্শন আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি বইটির একটি ইংরেজি অনুবাদ 'speaking of films ' নামে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও সত্যজিৎ 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' নামে একটি ননসেন্স ছড়ার বই লিখেন ,যেখানে লুইস ক্যারল এর ' জ্যবারওয়াকি ' একটি অনুবাদ রয়েছে।সত্যজিৎ 'রে রোমান' ও 'রে বিজার ' নামের দুইটি টাইপফেস নকশা করেন। এর মধ্যে রায় রহমান ১৯৭০ সালে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জেতে। চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ এর অনেক পরেও কলকাতার কিছু মহলে তিনি একজন প্রভাবশালী গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সত্যজিৎ তার নিজের লেখা সমস্ত বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি আঁকতেন। এছাড়া তার চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপনগুলো তিনি তৈরি করেন।সত্যজিৎ চিত্রনাট্যের রচনাকে পরিচালনার অবচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতেন। একারণে কর্ম জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর দুই বিদেশি ভাষায় নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জন্য চিত্রনাট্য তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন এবং তারপর সেগুলো তার তত্ত্বাবধানে অনুবাদকরা হিন্দি ও উর্দু ভাষা তে রূপান্তরিত করেন। তার শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত মনে করতেন, 'চলচ্চিত্রের রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বই চিত্রনাট্য ওপর নির্ভরশীল '। সত্যজিৎ সব সময় প্রথমে ইংরেজিতে চিত্রনাট্য লিখেছেন, যেন বাঙালি বংশী চন্দ্রগুপ্ত পড়তে পারেন।সত্যজিতের প্রথমদিকে চলচ্চিত্রগুলোর ক্যামেরার কাজ করতেন সুব্রত মিত্র, যিনি পরবর্তীকালে তিক্ততার মধ্য দিয়ে সত্যজিতের কর্মী দল থেকে বেরিয়ে যান। কিছু সমালোচকদের মতে সুব্রতের প্রস্থানের কারণে সত্যজিতের চলচ্চিত্রের চিত্র ধরনের মান নেমে যায়। বাইরে সুব্রতের প্রশংসা করলেও চারুলতার সময় থেকেই ক্যামেরার কাজে সত্যজিৎ নিজের নিয়ন্ত্রন বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং এর পরিণতিতে ১৯৬৬ সালের পর থেকে সুব্রত আর সত্যজিতের হয়ে কাজ করেননি। সুব্রত মিত্রের পথপ্রদর্শক কাজের মধ্যে রয়েছে 'আলোকসজ্জা ' কৌশল, যেখানে কাপড়ে আলো প্রতিফলিত করে অভ্যন্তরীণ সেটেও বাইরের প্রাকৃতিক আলোর আভাস তৈরি করা যায়। এছাড়া কারিগরি ও চলচ্চিত্র সংসদ ভবনের পেছনে জর্-লুক গদার ও ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোর মটু ফরাসি নবতরঙ্গে পরিচালকদের কাজের কথা স্বীকার করেছেন।সত্যজিতের চলচ্চিত্রে নিয়মিত সম্পাদনা করতেন দুলাল দত্ত, তবে বেশিরভাগ সময় সত্যজিৎ দুলালকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন।আর্থিক অসচ্ছলতা ও সত্যজিতের অনুপুঞ্জ পরিকল্পনা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এর কারণে তার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রসম্পাদনা প্রকৃতপক্ষে ক্যামেরার দৃশ্য ধারণের সময় সম্পন্ন হয়ে যেত (পথের পাঁচালী বাদে)। কর্মজীবনের শুরুতে রবি শংকর ও আলী আকবর খানের মতো প্রতিভাবান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত সংগীতজ্ঞদের সাথে সত্যজিতের কাজ করার সুযোগ হয়েছিল।কিন্তু তার এই অভিজ্ঞতা ছিল মূলত বেদনাদায়ক।

তিনি বুঝতে পারেন যে সঙ্গীতজ্ঞরা তার চলচ্চিত্রে তাদের নিজেদের সংগীত ধারার প্রতিই বেশী অনুগত। সত্যজিৎ প্রাচ্যাত্য ধরার ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যবহার পছন্দ করতেন বিশেষত তার শহুরে পটভূমিতে বানানো ছবিগুলোর জন্য। এজন্য পরবর্তীকালে তিন কন্যা ছবিটির সময় থেকে তিনি নিজেই নিজের চলচ্চিত্রের জন্য সংগীত স্বরলিপি রচনা করতেন। ছবিতে অভিনেতাদের কাজও সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তার ছবিতে চলচ্চিত্র তারকারা যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি কখনো চলচ্চিত্র দেখিনি এরকম মানুষ অভিনয় করেছেন যেমন অপরাজিত ছবিটিতে। রবিনহুড সহ অনেকেই সত্যজিৎকে শিশু অভিনেতাদের জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে আখ্যা দেন এবং উদাহরণ হিসেবে পথের পাঁচালী ছবিটি অপু ও দুর্গা পোস্টমাস্টার ছবিতে রতন এবং সোনার কেপ্লা ছবিতে মুকুল চরিত্রগুলোর উল্লেখ করেন।

সত্যজিতের নির্দেশনার প্রকৃতি, অভিনয়, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করত উৎপল দত্তের মতো অভিনেতাদের তেমন কোনো নির্দেশনাই তিনি দেননি। অন্যদিকে অপু চরিত্রে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় কে কিংবা শর্মিলা ঠাকুর কে তিনি অনেকটা পুতুলের মতন ব্যবহার করেছেন। সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তার বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয় থেকে অন্য ধরনের ঘাস ফড়িঙের মত লাফ দেয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তার চেনা জানা কোন খুঁজে পান না যাতে তার গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া যায়। এব্যাপারে আত্মসমর্থন করে তিনি বলেন যে বহুমুখীতা তার নিজের চরিত্রের প্রতিফলন এবং তার প্রতিটি ছবির পেছনে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত কাজ করেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবদ্দশায় প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন। প্রথম চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে অক্সফোর্ডের ডিলিট পেয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে সে দেশের বিশেষ সম্মানসূচক পুরস্কার লেজিওন দ'নরে ভূষিত করেন। ১৯৮৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স তাকে আজীবন সম্মাননাস্বরূপ একাডেমির সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার তাকে প্রদান করেন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান ভারতরত্ন। সেই বছরেই মৃত্যুর পরে তাকে মরণোত্তর আকিরা কুরোসাওয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রয়াত পরিচালক এর পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন শর্মিলা ঠাকুর।

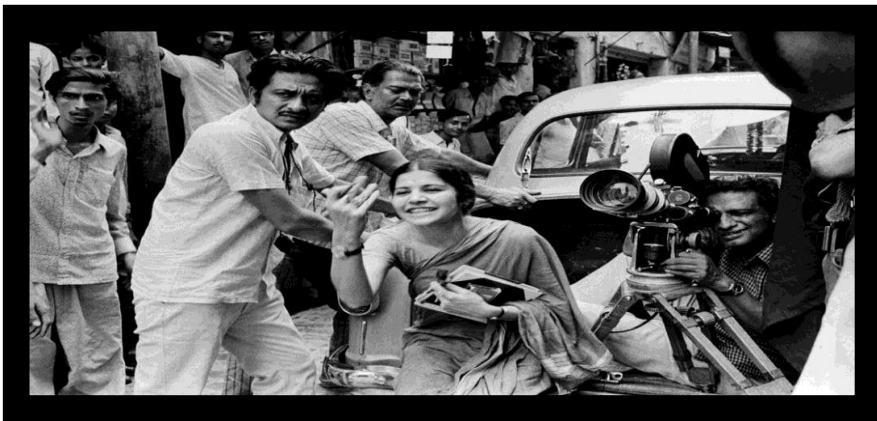
## দীপ কুমার হালদার ( ছাত্র )

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক এবং লেখক।তাকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। সত্যজিতের জন্ম কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্প সমাজে খ্যাতনামা রায় পরিবারে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তার কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি বেশ কয়েকটি ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন প্রাথমিকভাবে শিশু-কিশোরদের পাঠক হিসেবে বিবেচনা করে। ঠিক করেন যে বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী "বিল্ডুংস রোমান" পথের পাঁচালী হবে তার প্রথম চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য।১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা এই প্রায়-আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বাংলার এক গ্রামের ছেলে ওপর বেড়ে ওঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

সত্যজিতের পরবর্তী ছবি অপরাজিত সাফল্য তাকে আন্তর্জাতিক মহলে আরো পরিচিত করে তোলে। অপু ও তার মায়ের ভালোবাসার মধ্যকার চিরন্তন সংঘাতকে মর্মভেদী রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়।বহু সমালোচক ,যাদের মধ্যে মৃগাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবিটির চেয়েও উপরে স্থান দেন। অপরাজিত ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার প্রাপ্তি হয়। সত্যজিৎ অপরাজিত নির্মাণের সময় একটি ত্রয়ী সম্পন্ন করার কথা ভাবেননি কিন্তু ভেনিসে এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা শুনে তার মাথায় এটি বাস্তবায়নের ধারণা আসে। অপূর সংসার নির্মাণের পরে সত্যজিৎ দেবী ছবির কাজে হাত দেন।হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মজ্জাগত কুসংস্কার ছিল ছবিটির বিষয়। শর্মিলা ঠাকুর চরিত্রে অভিনয় করেন,যাতে তার শ্বশুর কালী পূজা করতেন।শর্মিলা পরে এই ছবিতে তার অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করেন যে তিনি নিজের থেকে কিছু করেননি বরং জিনিয়াস তাকে দিয়ে সেটা করে নিয়েছিলেন। সত্যজিৎ আশঙ্কা করেছিলেন, যে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড হয়তো ছবিটি প্রদর্শনের বাধা দেবে বা হয়তো তাকে ছবিটি পুনরায় সম্পাদনা করতে বলবে কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটেনি।১৯৬২ সালে সত্যজিৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটি পরিচালনা করেন।এটি ছিল তার বানানো প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যের নির্ভর রঙিন চলচ্চিত্র। দার্জিলিং নামের এক পাহাড়ি রিসোর্টে একটি উচ্চবিত্ত পরিবারে কাটানো এক বিকেলের কাহিনী নিয়ে এই জটিল ও সঙ্গীত নির্ভর ছবিটি বানানো হয়। যে বিকেলে পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করে পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ইন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবদ্দশায় প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। অক্সফোর্ডের ডিগ্রিট পেয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে যে দেশের বিশেষ সম্মানসূচক পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯৮৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সাইন্স তাকে আজীবন সম্মাননা স্মারক একাডেমির সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করে। মৃত্যুর পূর্বেই ভারত সরকার তাকে প্রদান করেন সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন। ওই বছর মৃত্যুর পরে তাকে মরণোত্তর 'আকিরা কুরোসাওয়া' পুরস্কার প্রদান করেন। প্রয়াত পরিচালক এর পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন শর্মিলা ঠাকুর। ১৯৬৭ সালের রায় একটি চলচ্চিত্রের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখেছেন ভিনগ্রহবাসী ছোটগল্প 'বন্ধুবাবুর বন্ধু' অবলম্বনে, যা তিনি লিখেছিলেন সন্দেশ পত্রিকায়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতসহ প্রযোজনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল কলম্বিয়া ছবিতে, সঙ্গে মার্লোন ব্রান্ডো এবং পিটার বিক্রেতার নেতৃত্বাধীন ভূমিকা কাস্ট। রায় দেখতে পেলেন যে তার স্ক্রিপ্টটি কপিরাইটযুক্ত ছিল এবং তার দ্বারা বরাদ্দ করা হয়েছিল মাইকেল উইলসন। সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত খেরোর খাতা ছাড়াও তার বেশ অনেকগুলো খসড়া খাতা ছিল। যেখানে তিনি মূলত গল্প লিখতেন। তার এই খসড়া খাতায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে কোথাও ফেলুদা চরিত্রটি কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৯৬৫ সালে তার একটি খসড়া খাতায় তৃতীয় পাতা নাটকীয় ভাবে এই গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটে। এ প্রসঙ্গে সন্দীপ রায় বলেছেন, 'কোন নতুন চরিত্রের জন্মের আগে একজন লেখক সাধারণত যে সমস্ত প্রাথমিক খসড়া করে থাকেন উনি তা কিছুই করেননি। গত চার বছরে অন্যান্য গল্পের মত সরাসরি আরম্ভ করে দিয়েছেন। কথাটা সত্যি। এই ধরনের একটা চরিত্র যে উনার মাথায় ঘুরছে বা উনি সৃষ্টি করতে চাইছেন তার আভাস টুকু মিলেনা আগে কোন লেখায়।





## সঞ্চিতা দে ( ছাত্রী )

১৯২১সালের ২ মে জন্ম হয় সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার,লেখক,অঙ্কনশিল্পী হিসেবেও তার সুখ্যাতি ছিল। ছোটবেলা থেকেই শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠেন। কলকাতায় প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে পড়া শুরু করল সেখানকার পাট অসমাপ্ত রেখেই বিশ্বভারতীতে পড়তে যান।কিন্তু সেখান থেকেও চলে এসেছিলেন পড়া অসমাপ্ত রেখেই।এক ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন কোম্পানির ভিসুয়ালাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু ৮০ টাকা বেতনে। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক র্জ রেনোয়ার সঙ্গে পরিচয় এবং সিনেমার সম্বন্ধে নানান কৌতুহল ও উৎসাহ। আর সেই উৎসাহ নতুন করে জেগে উঠল লন্ডনে থাকাকালীন। চাকরি সূত্রে লন্ডনে যাওয়া এবং সেখানে এক মাসে শতাধিক ছবি দেখে ফেলেছিলেন তিনি। সেখানেও পরিচালকের তৈরি "বাইসাইকেল থিফ" ছবিটি দেখে চলচ্চিত্র বানাবার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' দিয়ে। প্রথম ছবিতেই বাজিমাতে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার এর মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন।

তারপর অপু ট্রিলজি- র পথ পেরিয়ে তৈরি করেছেন একের পর এক দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছবি। চারুলতা সৃষ্টি এবং পরবর্তী জীবনে বৈচিত্র্যের সন্ধানে বারবার নিজেকে নিজের ভাবনাকে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

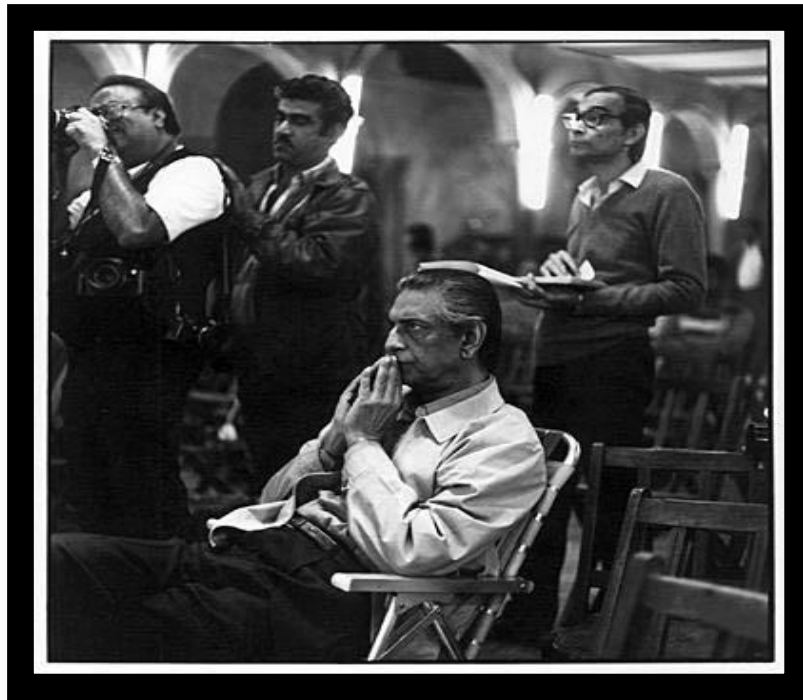
ডকুমেন্টারি ও ফিচার ফিল্ম সহ মোট ৩৭ টি ছবি করেছেন এবং তারিফ আদায় করে নিয়েছিলেন দেশ-বিদেশের অপমান চলচ্চিত্র ও দর্শক বোদ্ধাদের।

১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী প্রথম ছবি দিয়ে শুরু হয়েছিল তার জয়যাত্রা। নিজের কাহিনী নিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রথম ছবি করেছিলেন। ১৯৬২ সালে ছবির নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা এটিই তার প্রথম রঙিন ছবি। ১৯৫৮ সালে জলসাঘর প্রযোজনা করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে অপূর সংসার। সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন ব্যানারে নিজস্ব প্রথম ছবি ছিল এটি।গীতিকার হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৬০ সালে "দেবী" ছবিতে। আবার সত্যজিৎ রায়ের নিজের ছবি বৃত্তের বাইরে চিত্রনাট্য, উপদেষ্টা ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত "বাক্স বদল" ছবিতে। এছাড়া সন্দীপ রায়ের "ফটিকচাঁদ ১৯৮৩"," গুপী বাঘা ফিরে এলো ১৯৯৩"- এ কাহিনীকার গীতিকার ও সুরকারের ভূমিকাতে তিনি ছিলেন।

অন্যদিকে একাধিক তথ্যচিত্র করেছেন সত্যজিৎ তার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অপরাজিত ১৯৫৬, জলসাঘর ১৯৫৮, পরশপাথর ১৯৫৮, অপূর সংসার ১৯৫৯, দেবী ১৯৬০, কাঞ্চনজঙ্ঘা ১৯৬৫, অভিযান ১৯৬২, মহানগর ১৯৬৩, চারুলতা ১৯৬৪, নায়ক ১৯৬৬, চিড়িয়াখানার ১৯৬৭, গুপী গায়েন বাঘা বায়েন ১৯৭০, অরণ্যের দিনরাত্রি ১৯৭০, প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭০, অশনিসংকেত ১৯৭৩, সোনার কেলা ১৯৭৪, অরণ্য ১৯৭৫, হিরাক রাজার দেশে ১৯৮০, গণশত্রু ১৯৯০, আগলুক ১৯৯২।

চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত, স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, চলচ্চিত্র মহলেই দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিচারে বিভিন্ন বছরের সম্মান স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন পদ্মশ্রী, গোল্ডেন লায়ন, পদ্মভূষণ, ন্যাশনাল ফিল্ম আওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিচার অফ ন্যাশনাল আওয়ার্ড ফর বেস্ট ডিরেক্টর, দাদাসাহেব ফালকে, ফরাসি সর্বোচ্চ সম্মান লেজিওঁ দ্য' নর' এবং ৭০ বছর বয়সে অসুস্থ অবস্থায় ১৯৯২ সালে পেয়েছেন চলচ্চিত্র বিশ্বের সেরা সম্মান অস্কার। অক্সফোর্ড সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছে। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল কলকাতায় প্রয়াত হন সত্যজিৎ রায়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সম্মানিত হন অস্কার পুরস্কারে।

দেশ-বিদেশ মিলিয়ে বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন পরিচালক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ রায়। "পথের পাঁচালী" ১৩ টি পুরস্কারে ভূষিত হন।



## নিকিতা দে ( ছাত্রী )

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম বহু প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব বাঙালির গর্ব সত্যজিৎ রায় জন্মশতবর্ষে তার অসাধারণ সৃষ্টি নৈপুণ্য কে নতুন করে উপলব্ধি করার ও তার শিল্পকর্মকে প্রসারিত করে দেওয়ার অবকাশ এসেছে। সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যিক পরিবেশে তার প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়ে তার শিল্পকর্মকে যেভাবে বিশ্বের দরবারে সমাসীন করে চির অমর হয়ে রয়েছেন, বাঙালি হিসেবে যথেষ্ট গৌরবের।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম, ডকুমেন্টারি এবং শর্টস সহজে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন। তার প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' ১৯৫৫, ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। তার পথের পাঁচালি, অপরাজিত ১৯৬৫, অপূর সংসার ১৯৫৯, একত্রে অপু-ত্রয়ী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম রূপে স্বীকৃত। এরপর হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মর্যগত কুসংস্কার অবলম্বনে রচিত 'দেবী' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এরপর কাঞ্চনজঙ্ঘা, চারুলতা, নষ্টনীড়, মহানগর, তিন কন্যা, অভিযান, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসামান্য সৃষ্টি। সত্যজিৎ তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের লেখা একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে সঙ্গীতধর্মী রূপকথা নির্মাণ করেন। গায়ক গুপী ও ঢোলবাদক বাঘা ভূতের রাজার তিন বর পেয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে ও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করে। অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ জন্য নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিতে তিনি ভিন্নরীতির বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে, নেগেটিভ স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ করে ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নিয়েছেন। গোয়েন্দা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে সোনার কেহলা ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিটি নির্মাণ করেন। হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমাদ- এর গল্পের অবলম্বনে তার 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রেমাদ গল্প অবলম্বনে 'সদগতি' হিন্দি ছবির নির্মাণ করেছেন যাতে অস্পৃশ্যতার চিত্রায়িত হয়েছে। ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি নির্মাণ করেন হীরক রাজার দেশে। চলচ্চিত্র সংগীত পরিচালনার অসাধারণ নৈপুণ্য তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। রবিশংকর, বেলায়েত খান ও আলী আকবর খানের তাকে চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা ও নির্বাচনে সাহায্য করেছিলে।

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যকর্ম অবিস্মরণীয়। গোয়েন্দা ফেলুদা ও বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু তার দুটি জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি। তার ছোট গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'একের পিঠে দুই', 'এক ডজন গল্পো' প্রভৃতি। তাঁর গল্পে রয়েছে ধাঁধা ও শব্দ কৌতুক।

ফেলুদা ধাঁধার রহস্য উন্মোচন করে গোয়েন্দাগিরি করত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস লেখক জটায়ু ও তার ভাই তোপসে হল গল্পে বর্ণনাকারী। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী গুলি ডায়েরি আকারে লেখা। যে ডায়েরি বিজ্ঞানীদের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তার ছোটবেলার কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন যখন ছোট ছিলাম। এছাড়া চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধ সংকলন গুলি হল "আওয়ার ফিল্মস", "দেয়ার ফিল্মস", "বিষয় চলচ্চিত্র", "একেই বলে শুটিং" প্রভৃতি। বিষয় চলচ্চিত্র বইটিতে চলচ্চিত্রের নানা বিষয়ে সত্যজিতের ব্যক্তিগত দর্শন উদঘাটিত হয়েছে। এমনকি 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' নামে তিনি একটি ছড়ার বই লেখেন। তিনি রে রোমান ও রে বিজার নামে দুটি নকশা রচনা করেছেন।

বাংলা তথা বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের কাছে সত্যজিৎ রায় একজন আইকন। ভারতের বাইরে মার্টিন স্কারসেজি, জেমস আইভরি, আব্বাস কিয়ারাস্তোমি ও এলিয়া কাজান এর মতন চিত্রনির্মাতারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মৃগাল সেন, আদুর গোপালকৃষ্ণ এর মতো চলচ্চিত্র নির্মাতা ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার অসমান্য অবদান স্বীকার করেছেন। ভি এস নাইপল 'শতরঞ্জ কে খিলারি' এর একটি দৃশ্য কে শেক্সপিয়ারের নাটকের সাথে তুলনা করে বলেছেন, "only 300 words are spoken but goodness, terrifying things happen"। ১৯৯২ সালে তিনি চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য অস্কার পুরস্কার এ ভূষিত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেন। ভারত সরকার তাকে ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

চলচ্চিত্র, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সংগীত পরিচালক, লিপি - কলাবিদ, অঙ্কনশিল্পী, সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায় একজন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পরিশীলিত মনন ও তীক্ষ্ণ ধীর অধিকারী সত্যজিৎ চিরকালই প্রগতিশীল ও আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যা যে কোন বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। তার জন্মশতবর্ষে আবার নতুন করে তার শিল্প কর্ম ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন হবে ও তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হয়ে থাকবে প্রেরণাস্থল। এবং অগণিত চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

-----

## জয়ী সরকার ( ছাত্রী )

সত্যজিৎ রায় (২মে ১৯২১- ২৩সে এপ্রিল ১৯৯২) ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক,সংগীত পরিচালক এবং লেখক। তাকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণের একজন হিসেবে গণ্য করা হয় সাহিত্য ও শিল্প সমাজে খ্যাতা নামা রায় পরিবারে। তার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কিশোরগঞ্জ বর্তমানে বাংলাদেশ কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করেন। সত্যজিতের কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হল হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালির নব্য বাস্তববাদী চলচ্চিত্র 'লাদ্রি দি বিসিক্লেত্তে' ইতালীয় বাইসাইকেল চোর দেখার পর তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তার কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য,কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া শ্রেষ্ঠ মানুষ আবর্তিত প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার।পথের পাঁচালী, অপরাধিত ও অপূর সংসার এই তিনটি একত্রে অপু ত্রয়ী নামে পরিচিত এবং এই তিনটি চলচ্চিত্র সত্যজিতের জীবনের শ্রেষ্ঠ হিসেবে বহুল স্বীকৃত। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনা,চরিত্রায়ন, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রাহক, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পীদের নামের তালিকা ও প্রচারপত্র নকশা করা সহ নানা কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক,প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক।

বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে বিখ্যাত হলেও ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমির সম্মানসূচক পুরস্কার যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। তিনি এছাড়া ৩২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, একটি গোল্ডেন লায়ন, দুটি রৌপ্য ভল্লুক লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন প্রাথমিকভাবে শিশু-কিশোরদের পাঠক হিসেবে বিবেচনা করে। কল্পবিজ্ঞানে তার নির্মিত জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র গোয়েন্দা, ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কু। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার থেকে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং পদ্মভূষণ সহ সকল মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।

২০০৪ সালে বিবিসির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী তালিকায় সত্যজিৎ ১৩তম স্থান লাভ করেছিলেন। হৃদযন্ত্র জটিলতার কারণে ১৯৯২ সালে ২৩শে এপ্রিল সত্যজিৎ মৃত্যুবরণ করেন।

রায় পরিবারের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের এক পূর্বপুরুষ শ্রী রামসুন্দর দেও নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভাগ্যস্বেষণে তিনি পূর্ব বঙ্গের শেরপুরে গমন করেন। সেখানে শেরপুর এর জমিদার রাজা গুণীচন্দ্রের রামসুন্দর কে তার সাথে তার জমিদারিতে নিয়ে যান। যশোদলে জমিজমা, ঘরবাড়ি দিয়ে তিনি রামসুন্দর কে তার জামাতা বানান। সেই থেকে রামসুন্দর যশোদলে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশধারা সেখান থেকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে মসূয়াগ্রামে বসবাস শুরু করেন।

সত্যজিৎ রায়ের বংশানুক্রমে প্রায় ১০ প্রজন্ম অতীত পর্যন্ত বের করা সম্ভব। তার আদি পৈতৃক ভিটা বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে উপস্থিত। সত্যজিতের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাবা সুকুমার রায় দুজনেরই জন্ম হয়েছিল এখানে। উপেন্দ্রকিশোরের সময়েই সত্যজিতের পরিবারের ইতিহাস এক নতুন দিকে মোড় নেয়। লেখক,চিত্রকর, দার্শনিক, প্রকাশক ও শখের জ্যোতির্বিদ উপেন্দ্রকিশোরের পরিচিতি উনিশ শতকের বাংলার এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যিক ননসেন্স ও শিশুসাহিত্যিক সেরা লেখকদের একজন। দক্ষ চিত্রকর ও সমালোচক হিসেবে সুকুমারের খ্যাতি ছিল।

১৯২১সালে কলকাতায় জন্ম নেন সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের মাত্র তিন বছর বয়সেই বাবা সুকুমার এর মৃত্যু ঘটে, সুপ্রভা দেবী বহুকষ্টে তাকে বড় করেন। সত্যজিৎ বড় হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি পড়তে যান যদিও চারুকলায় প্রতি সব সময় তার দুর্বলতা ছিল। ১৯৪০সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তাঁর মা। কলকাতাপ্রেমী সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে উচু ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু শেষে মায়ের প্ররোচনা এবং রবি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সত্যজিৎ প্রাচ্যের শিল্পের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পরে তিনি স্বীকার করেন যে সেখানকার

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। সত্যজিৎ বিনোদবিহারীর ওপর পরবর্তীকালে একটি প্রামাণ্যচিত্র বানান। অজন্তা, ইলোরা এবং এলিফ্যান্টায় ভ্রমণের পর ভারতীয় শিল্পের ওপর সত্যজিতের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মায়। নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বভারতীতে সত্যজিতের পাঁচ বছর পড়াশোনা করার কথা থাকলেও তার আগেই ১৯৪৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানে ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা ডিজে কিমারে মাত্র ৮০ টাকা বেতনের বিনিময় জুনিয়ার ভিজুয়াল হিসেবে যোগ দেন। চিত্রসজ্জা বা ভিজুয়াল ডিজাইন সত্যজিতের পছন্দের একটি বিষয় ছিল এবং সংস্থাটিতে তিনি বেশ ভাল সমাদরেই ছিলেন। কিন্তু সংস্থাটির ইংরেজ ও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করেছিল। ১৯৪৩ সালের দিকে সত্যজিৎ ডি কে গুপ্তর প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট প্রেস এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। ডি কে গুপ্ত তাকে সিগনেট প্রেস থেকে ছাপা বইগুলোর প্রচ্ছদ আকার অনুরোধ করেন এবং এই ব্যাপারে তাকে সম্পূর্ণ শৈল্পিক স্বাধীনতা দেন এখানে সত্যযুগ প্রচুর বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেন যার মধ্যে জিম করবেটের ম্যানহাটাস অব কুমায়ুন ও জহরলাল নেহেরুর দা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কালজয়ী বাংলা উপন্যাস পথের পাঁচালী একটি শিশুতোষ সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু ওপরেও কাজ করেছেন। বিভূতিভূষণ লেখা এই উপন্যাসটি সত্যজিৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং এটিকেই পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেন। এছাড়াও তিনি এর ভিতরে বিভিন্ন ছবিগুলো এঁকে দেন ,এই ছবিগুলি পরে শর্ট হিসেবে তার সারা জাগানো চলচ্চিত্র স্থান পায়। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও অন্যান্যদের সাথে মিলে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির সদস্য হবার সুবাদে তিনি অনেক বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পায়।এ সময় তিনি প্রচুর ছবি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতায় অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি তাদের কাছে থেকে শহরে আসা নতুন মার্কিন চলচ্চিত্রগুলোর খবর নিতেন।এসময় তিনি নরম্যান ক্লেয়ার নামের রয়েল এয়ারফোর্সের এক কর্মচারীর সংস্পর্শে আসেন। যিনি সত্যজিতের মতোই চলচ্চিত্র,দাবা ও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সঙ্গীত পছন্দ করতেন। ১৯৪৯ সালে সত্যজিৎ তাঁর দূর সম্পর্কের বোন ও বহুদিনের বান্ধবীকে বিজয়া দাস কে বিয়ে করেন।সত্যজিৎ দম্পতির ঘরে ছেলে সন্দীপ রায়ের জন্ম হয়,যিনি নিজেও বর্তমানে একজন প্রথিতযশা চলচ্চিত্র পরিচালক। ওই একই বছরে তার ঝঁজ রনয়ার দ্য রিভার চলচ্চিত্রটির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় তাকে গ্রামাঞ্চলে চিত্র স্থান খুঁজে সহায়তা

করেন। এই সময়ই রণয়ার সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটি দেখেন। এদের মধ্যে ইতালির নব্য বাস্তববাদি ছবি লাদ্রী দি বিসিক্লেত্তে 'সাইকেল চোর' তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। পরে সত্যজিৎ বলেছেন যে ওই ছবিটি দেখে সিনেমা হল থেকে বের হবার পরই তিনি ঠিক করেন চলচ্চিত্রকার হবেন।

সত্যজিৎ ঠিক করেন যে বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী 'বিদ্ভুৎসরোমান' পথের পাঁচালী হবে তার প্রথম চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বাংলার গ্রামের ছেলে উপর বেড়ে ওঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই ছবি বানানোর জন্য সত্যজিৎকে পূর্ব অভিজ্ঞতা কুশলীকে একত্রিত করেন। যদিও তার ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র ও শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত দুজনেই পরবর্তীকালে নিজে নিজে ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া ছবির বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন সৌখিন। ১৯৫২ সালের শেষদিকে নিজের জমানো পয়সা খরচ করে দৃশ্য গ্রহণ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রাথমিক ছবি দেখার পর হয়তো কেউ ছবিটিতে অর্থলগ্নি করবেন। কিন্তু সে ধরনের আর্থিক সহায়তা মিলছিল না। তাই পথের পাঁচালী দৃশ্য গ্রহণ থেমে থেমে অস্বাভাবিক প্রায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে সম্পন্ন হয়। কেবল তখনই গ্রহণ করার সম্ভবত যখন সত্যজিৎ বা নির্মাণ ব্যবস্থাপক অনিল চৌধুরী প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান করতে পারতেন।





## Abhisek Roy ( student )

Satyajit Roy is always remembered as a director composer translator writer and illustrator. His artistic identity was equally well known outside Bengal. Satyajit Ray was born in famous Ray Chaudhury family of Kolkata. He was the grandson of Upendra Kishore Roy Choudhury and the son of Sukumar Roy he introduced Indian cinema to the world with the introduction of Pather Panchali (1955). He was one of the best film maker of 20th century. After that Aparajita 1956, Apur Sangsar 1959 Charulata 1964 Gupi Gain Bagha Bain 1969 Sonar Kella 1974 Herok Rajar Deshe 1980 agontook 1991 etc. some of the characters of Satyajit Ray's movie which created or Gopi gayan bagha bahinuda Professor Shonku, Lalmohan Ganguly, Tarini Khuro etc.

Satyajit Ray own many awards in his career including 36 Indian National Film awards, a Golden Lion, a Golden Bear, two Silver Beers, many other awards at international film festivals and ceremonies which are literally beyond imagination. He received honorary academy award in 1992, some of his special awards include Dada Saheb Phalke 1985 Bharat Ratna 1992 Academy Award (Oscar) 1992, National Film award for best director in 1992 1972 1970 for Simabaddha, Aguntuk, Gupi Gain Bagha Bain respectively. Morochari he gained many awards like the Padma Bhushan 1956 Padma Bibhushan 1976 and Padma Sree 1958. best Bengali film director awards in 1990 1985 1981 for Ganasatru, Ghore Baire and Hirak Rajar deshe. He got best music director award in 1981 and 1974 for Herok Rajar Deshe and Ashoni Sanket. Bolid Award for best American film in 1969, 1967 Ford Pather Panchali and Aparajita, Golden Lion for lifetime achievement in 1982, Venice film festival FIPRESCI awards in 1991 1957 for Aguntuk and Simabaddha, Certificate of Merit in 1959 for jalshaghor etc.

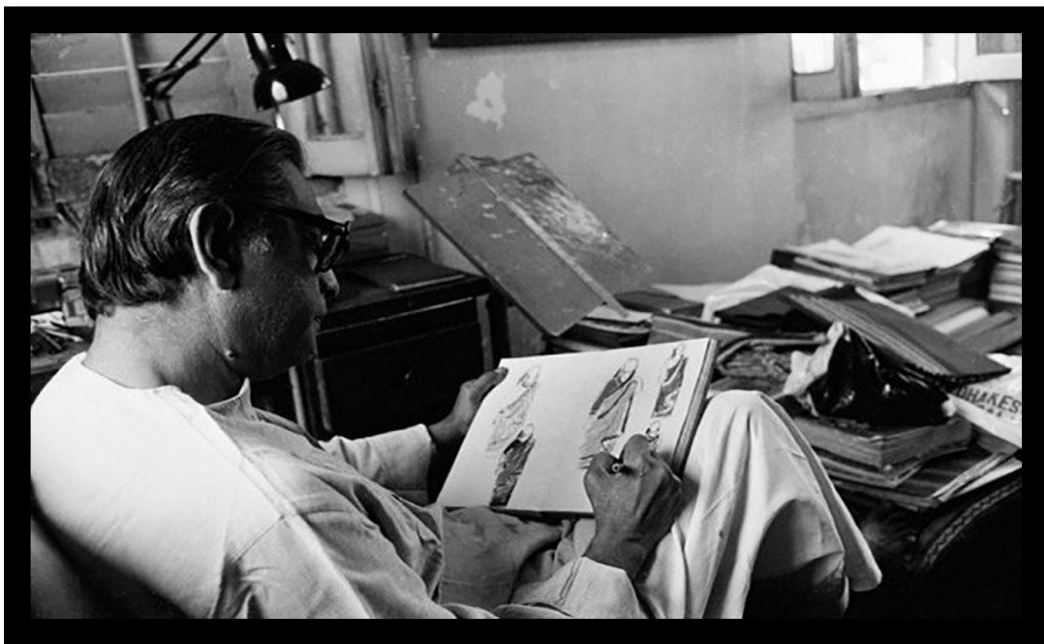
About forty years of filmmaking, with a film a year, was interrupted by his fragile health in the mid-1980s. Ray's Ghare-Baire (Home and the World, 1984) based on a novel by Rabindranath Tagore, was a return to his first screen adaptation. While shooting, he suffered two heart attacks and his son, Sandip Ray, completed the project from his detailed instructions.

Ill health kept Satyajit Ray away from active filmmaking for about four years. In 1989, he resumed making films with Ibsen's An Enemy of the People as the basis for his Ganashatru (Enemy of the People, 1989). This was followed with Shakha Prashakha (Branches of the Tree, 1990) and Agantuk (The

Stranger, 1991). This series of three films were to be his last. Many film critics and film historians found these films a marked departure from his earlier work.

In 1992, He accepted a Lifetime Achievement Oscar from his sickbed in Calcutta through a special live satellite-television event and Bharat Ratna (the Jewel of India), the ultimate honour from India.

Satyajit Ray died on April 23, 1992.



## **Rajrupa Das (Student)**

In 1955, the winding alleys of Kolkata were awash with large posters and translucent paper flyers that captured an intimate, yet everyday moment between a mother, her daughter and son. This now-iconic poster introduced to the city Pather Panchali, the debut feature and magnum opus of filmmaker Satyajit Ray that changed the trajectory of Indian cinema forever. One of the foremost filmmakers of the 20<sup>th</sup> century and a master of Indian cinema, Ray found the inspiration for his first film while creating the cover and illustrations for a children's version of Pather Panchali, a renowned Bengali novel by writer Bibhutibhusan Bandopadhyay.

However his reputation as a revolutionary filmmaker often shrouds and overshadows his lesser-known past as an illustrator and graphic designer, though his oeuvre as a graphic artist reveals itself to be as rich, layered and diverse as his filmography. The Oscar-winning filmmaker was equally a great graphic designer. At 22, he joined the British advertising agency D.J. Keymer as a junior visualizer.

### **1943, Graphic Design & Typography**

In April 1943, Satyajit Ray joined a British-run advertising agency, D.J. Keymer, as a junior visualiser. He spent next 13 years here, until he became a full-time filmmaker after success of Pather Panchali. Ray was fascinated by typography both Bengali and English and produced many innovative advertising campaigns. His designs of two typefaces 'Ray Roman' and 'Ray Bizarre' would win an international competition in 1971.

He brought in more of Indian motifs and calligraphic elements to advertising. Later, his love for typography and illustration would often surface in the credits and the publicity posters of his films. His senior colleague at D.J. Keymer, D. K. Gupta started a publishing house 'Signet Press' and Ray was roped in to do the cover jackets. In 1944, D. K. Gupta decided to bring out an abridged version of a novel by Bibhuti Bhushan Banerjee, Pather Panchali. Until then, Ray had not read much Bengali literature. By his own admission, he was even unfamiliar with the bulk of Tagore's writings. Ray was asked to illustrate the abridged version of the novel. The book itself made a lasting impression. D.K. Gupta, a former editor of a Bengali film magazine, remarked to Ray that the abridged version of the book would make a very good film.

Signet Press also published two books of Satyajit Ray's father Sukumar Ray; Abol-Tabol (Hocus-Pocus) and Ha-ja-ba-ra-la (Higgledy Pigledy).

This long association with D. K. Gupta's Signet Press for designing covers and illustrations for books also provided Satyajit Ray with an opportunity to read Bengali literature. Some of the books, he designed the jackets .

The aftermath of the world war saw Calcutta filled with American GI's. The cinemas were showing the latest Hollywood productions. It provided Ray and his friends a feast of films.

In 1947, with a few friends like Bansi Chandra Gupta, Ray co-founded Calcutta's first film society. Battleship Potemkin was the first film they screened.

Soon, Ray started writing and publishing articles on cinema in newspapers and magazines, both English and Bengali. A collection of such articles, written during the period 1948 – 1971, was later published as 'Our Films, Their Films'.

His friend Harisadhan Das Gupta had acquired rights for Tagore's Ghare Baire. Ray wrote the screenplay; Harisadhan Das Gupta was to direct it. The film was not made because Ray refused to make changes in the script as suggested by a doctor of venereal diseases who was a friend of the producer. Thirty-five years later when Ray made a film on the same novel, he thought it was a good fortune that film was not made. He found his old screenplay "an amateurish effort in Hollywood tradition".

1950, 'Bicycle Thieves' Confirms Satyajit Ray's Belief in Realistic Cinema. A business trip to London in 1950 proved a turning point. Ray and wife travelled to London by ship, a journey that took 16 days. With him, he was carrying a notebook in which he had made some notes on making a film of Pather Panchali. He wanted the film to be shot on actual locations, no make-up with new faces. The reaction to this had been negative from his friends. Shooting on locations with unknown actors was thought be a totally unfeasible idea.

In this six-months long stay abroad, Ray saw about a hundred films including Vittorio De Sica's Bicycle Thieves. Bicycle Thieves made a profound impression on Ray. Later, in the introduction of 'Our Films, Their Films', he wrote- "All through my stay in London, the lessons of Bicycle Thieves and neo-realist cinema stayed with me". The film had reconfirmed his conviction that it

was possible to make realistic cinema with an almost entirely amateur cast and shooting at actual locations. He had completed his treatment of Pather Panchali on the return journey to India by a ship.

On his return in late 1950, with absolutely no experience in movie-making, Ray collected a group of young men to work as technicians. Subrata Mitra was the cinematographer; he had been a still photographer and had to be coaxed into taking up the assignment. Anil Choudhury became the Production Controller, Bansi Chandra Gupta the art director.

While looking for financial backers, he approached widow of Bibhuti Bhusan Banerjee, the writer of Pather Panchali for film rights. She admired Ray's illustrations for the book and works of his father and grandfather. She gave her oral assurance and retained her faith in Satyajit Ray despite a better financial offer.

On 27 October 1952, he set out to take the first shot. The scene was the famous 'discovery of train by Apu and his sister Durga in the field of Kaash flowers'. "One day's work with camera and actors taught me more than all the dozen books," Ray would write later.

The following Sunday when they returned to shoot, to their horror they discovered that the Kaash flowers had been feasted upon by a herd of cattle. He had to wait for the next season of flowers to complete the scene. Meanwhile, efforts to find a backer and working on other production requirements and casting continued.

The cast was a mix of professional actors and a few with no prior experience in acting. Only Subir Banerjee who played Apu, Karuna Banerjee who played Apu's mother, and the villagers who played other smaller roles, had no prior experience of acting. The rest had either acted in films or theatre. Chunibala Devi, an 80-year old, retired theatre actress was cast to play Indir Thakrun. Boral, a small village on the outskirts of Calcutta was to be the major location.

Films directed by Ray, "Pather Panchali, Aparajito, Parash Pathar, Jalsaghar, Apur Sansar, Devi, Teen Kanya, Rabindranath Tagore, Kanchenjunga, Abhijan, Mahanagar, Charulata, Two, Kapurush – O – Mahapurush, Nayak, Chiriyakhana, Goopy Gyne Bagha Byne, Aranyer Din Ratri, Pratidwandi, Seemabaddha, Sikkim, The Inner Eye, Ashani Sanket, Sonar Kella, Jana Aranya, Bala, Shantraj Ke Khilari, Joi Baba Felunath, Hirak Rajar

Deshe, Pikoo, Sadgati, Ghare-Baire, Sukumar Ray, Ganashatru, Shakha Prashakha, Agantuk.”

In 1978, the organising committee of the Berlin Film Festival ranked Satyajit Ray as one of the three all-time best directors.

In 1992, Satyajit Ray received the honorary Academy Award ©A.M.P.A.S. ® – Lifetime Achievement – “In recognition of his rare mastery of the art of motion pictures and for his profound humanitarian outlook, which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world.”

Other honours include “Lègion d’Honneur”, France and “Bharatratna” (Jewel of India), India.

Satyajit Ray received numerous awards, both for personal achievements as a filmmaker and for the films he made.



## Soumya Karmakar ( student )

Satyajit Ray, an Indian filmmaker and among the dozen or so great masters of world cinema, is known for his humanistic approach to cinema. Satyajit Ray (Bengali pronunciation 2 May 1921 – 23 April 1992) was an Indian director, screenwriter, documentary filmmaker, author, essayist, lyricist, magazine editor, illustrator, calligrapher, and music composer.

Satyajit Ray was born on May 2, 1921, in an intellectual and affluent family in Calcutta, India. His grandfather, Upendrakishore Ray (Roychowdhury) was a distinguished writer, painter, a violin player and a composer. His father, Sukumar Ray (1887-1923), the eldest son of Upendra Kishore, studied printing technology in England and joined the family business. He too was an eminent poet, writer and illustrator of nonsense literature in the tradition of Lewis Carroll and Edward Lear.

At an age of eight, Satyajit joined Ballygunj Government School, until then he had been taught by his mother. Satyajit was an average student. His mother insisted upon Satyajit joining college. At the Presidency College, Satyajit read science for the first two years and for the third year, he took economics. He graduated in 1939. At the age of eighteen, he decided to give up further studies. Even though he had no formal training, he was planning to become a commercial artist. He had a natural flair for drawing. His mother however felt that he was too young to take up a job. She suggested that he should join as a student of painting at Shantiniketan. After initial resistance, he agreed.

In 1940, he joined Rabindranath Tagore's Vishva-Bharati University at Shantiniketan despite the initial reluctance. The desire to learn about Indian arts to be successful as a commercial artist, During this period, he discovered the oriental art- Indian sculpture and miniature painting, Japanese woodcuts and Chinese landscapes. Binode Behari Mukherjee, his art teacher at Shantiniketan, also demonstrated this quality in his work. He had an impressionable influence on Ray. About 30 years later, Ray would make a loving documentary on him – The Inner Eye, 1972. At Shantiniketan too, Ray had found means to pursue his interest in music and films.

Ray was born in Calcutta to renowned writer Sukumar Ray, who was prominent in the field of arts and literature. Starting his career as a commercial artist, he was drawn into independent film-making after meeting French

filmmaker Jean Renoir and viewing Vittorio De Sica's Italian neorealist film *Bicycle Thieves* (1948) during a visit to London. Ray directed 36 films, including feature films, documentaries and shorts. He also authored several short stories and novels, primarily for young children and teenagers. Popular characters created by Ray include Feluda the sleuth, Professor Shonku the scientist, Tarini Khuro the storyteller, and Lalmohan Ganguly the novelist. He is also known for his horror stories.

### **Regular Cast & Crew**

- **Sandip Ray**

Sandip Ray grew up on his father's (Satyajit Ray) sets, beginning as a still photographer while still in school. In 1976, he became Ray's assistant director. While shooting for *Ghare Baire* (*Home and the World*, 1984) in mid-1980s, Satyajit Ray suffered two heart attacks. Sandip Ray completed the project from Ray's detailed instructions.

His own first independent work, *Phatik And The Juggler* (*Phatikchand*), won the National Award for both his direction and the film; his second film, based on the script by Satyajit Ray completed Ray's *Goopy and Bagha* trilogy. He also directed the "Satyajit Ray presents"; a television series based on short stories and screenplay by Satyajit Ray. After Satyajit Ray's death, Sandip made two films with the Ray regulars, including *Target* (1995) based on a screenplay by Satyajit Ray

- **Sharmila Tagore**

Ray introduced Sharmila Tagore in *Apur Sansar*, the final film of the *Apu* Trilogy. She played the young wife *Aparna*. She was just a fourteen-year-old then, with no previous acting experience. As the shooting began, Ray had to shout instructions to Sharmila during the takes. None of this, however, is reflected on the screen. Ray cast her in his next film *Devi* too. She went on to become a very successful actress in Bombay's Hindi films. She returned to work in later Ray films – *Nayak*, *Aranyer Din Ratri* and *Seemabaddha*.

- **Soumitra Chatterjee**

Introduced by Ray in *Apur Sansar*, the final film of the *Apu* Trilogy, Soumitra Chatterjee played the title role of *Apu*. At that time, Soumitra Chatterjee was a radio announcer and had only played a small role in a Bengali



stage production. He played a variety of roles in Ray's later films (a total of 15 films) and became the most sought after actor in Bengali cinema. He was associated with Ray for a period of over three decades. He is to the cinema of Ray what Toshiro Mifune is to cinema of Akira Kurosawa.

- **Subrata Mitra**

One of the leading cinematographers of the Indian cinema, Subrata Mitra began his career as a still photographer. His first assignment as a cinematographer, was with Satyajit Ray for Pather Panchali. Later, he also worked for other directors, including James Ivory.

Rejecting the methods of studio lighting then accepted world-over, Ray and Mitra evolved the “bounce lighting”, which we take for granted today. Ray described it in an article – “Subroto (Subrata as pronounced in Bengali), my cameraman, has evolved, elaborated and perfected a system of diffused lighting whereby natural daylight can be simulated to a remarkable degree. This results in a photographic style, which is truthful, unobtrusive and modern. I have no doubt that for films in the realistic genre, this is a most admirable system.”

Mitra was also responsible for operating the camera until Charulata when Ray himself began operating the camera. Soon, they parted company and Mitra's assistant Soumendu Roy took over the lighting. The last film Mitra photographed for Ray was Nayak (The Hero, 1966).

Ray's first film, Pather Panchali (1955) - an adaptation of the 1929 novel by Bibhutibhushan Banerjee - won eleven international prizes, including the inaugural Best Human Document award at the 1956 Cannes Film Festival. This film, along with Aparajito (1956) and Apur Sansar (The World of Apu) (1959), form The Apu Trilogy. Ray did the scripting, casting, scoring, and editing, and designed his own credit titles and publicity material.

The time is early twentieth century, a remote village in Bengal. The film deals with a Brahmin family, a priest – Harihar, his wife Sarbajaya, daughter Durga, and his aged cousin Indir Thakrun – struggling to make both ends meet.

Harihar is frequently away from home on work. The wife is raising her mischievous daughter Durga and caring for elderly cousin Indir, whose independent spirit sometimes irritates her... Apu is born. With the little boy's arrival, happiness, play and exploration uplift the children's daily life.

Durga and Apu share an intimate bond. They follow a candy seller whose wares they can not afford, enjoy the theatre, discover a train and witness a marriage ceremony. They even face death of their aunt – Indir Thakrun. Durga is accused of a theft. She fall ill after a joyous dance in rains of the monsoon. On a stormy day, when Harihar is away on work, Durga dies.

On Harihar’s return, the family leaves their village in search of a new life in Benaras. The film closes with an image of Harihar, wife and son – Apu, slowly moving way in an ox cart.

In 1978, the organising committee of the Berlin Film Festival ranked Satyajit Ray as one of the three all-time best directors.

In 1992, Satyajit Ray received the honorary Academy Award ©A.M.P.A.S. ® – Lifetime Achievement – “In recognition of his rare mastery of the art of motion pictures and for his profound humanitarian outlook, which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world.” Other honours include “Lègion d’Honneur”, France and “Bharatratna” (Jewel of India), India. Satyajit Ray received numerous awards, both for personal achievements as a filmmaker and for the films he made.

- **Personal Awards**

Padmashree, India, 1958

Padmabhushan, India, 1965

Magasaysay Award, Manila, 1967

Star of Yugoslavia, 1971

Doctor of Letters, Delhi University, 1973

D. Litt., Royal College of Arts, London, 1974

Padmabibhushan, India, 1976

D. Litt., Oxford University, 1978

Special Award, Berlin Film Festival, 1978

Deshikottam, Visva-Bharati University, India, 1978

Special Award, Moscow Film Festival, 1979

D. Litt., Burdwan University, India, 1980

D. Litt., Jadavpur University, India, 1980

Doctorate, Benaras Hindu University, India, 1981  
 D. Litt. , North Bengal University, India, 1981  
 Hommage à Satyajit Ray, Canes Film Festival, 1982  
 Special Golden Lion of St. Mark, Venice Film Festival, 1982  
 Vidyasagar Award, Govt. of West Bengal, 1982  
 Fellowship, The British Film Institute, 1983  
 D. Litt., Calcutta University, India, 1985  
 Dadasaheb Phalke Award, India, 1985  
 Soviet Land Nehru Award, 1985  
 Fellowship, Sangeet Natak Academy, India, 1986  
 Légion d'Honneur, France, 1987  
 D. Litt., Rabindra Bharati University, India, 1987  
 Oscar for Lifetime Achievement, USA, 1992  
 Bharatratna, India, 1992

- **Awards for Films**

Pather Panchali (Song of the Little Road), 1955  
 President's Gold & Silver Medals, New Delhi, 1955  
 Best Human Document, Cannes 1956  
 Diploma Of Merit, Edinbough, 1956  
 Vatican Award, Rome, 1956  
 Golden Carbao, Manila, 1956  
 Best Film and Direction, San Francisco, 1957  
 Selznik Golden Laurel, Berlin, 1957  
 Best Film, Vancouver, 1958  
 Critics' Award – Best Film, Stratford, (Canada), 1958  
 Best Foreign Film, New York, 1959  
 Kinema Jumbo Award: Best Foreign Film, Tokyo 1966

Bodil Award: Best Non-European Film of the Year, Denmark, 1966

- **Aparajito (The Unvanquished), 1956**

Golden Lion of St. Mark, Venice, 1957

Cinema Nuovo Award, Venice, 1957

Critics Award, Venice, 1957

FIPRESCI Award, London, 1957

Best Film and Best Direction, San Francisco, 1958

International Critic' Award, San Francisco, 1958

Golden Laurel for Best Foreign Film of 1958-59, USA

Selznik Golden Laurel, Berlin, 1960

Bodil Award: Best Non-European Film of the Year, Denmark, 1967

- **Jalsaghar (The Music Room), 1958**

President's Silver Medal, New Delhi, 1959

Silver Medal for Music, Moscow, 1959

- **Apur Sansar (The World Of Apu), 1959**

President's Gold Medal, New Delhi, 1959

Sutherland Award for Best Original And Imaginative Film, London, 1960

Diploma Of Merit, 14th International Film festival, Edinburgh, 1960

Best Foreign Film, National Board of Review of Motion Pictures, USA, 1960

- **Apur Trilogy (Pather Panchali, 1955; Aparajito, 1956; Apur Sansar, 1959)**

Wington Award for each film, London Festival, 1980

- **Devi (The Goddess), 1960**

President's Gold Medal, New Delhi, 1961

- **Teen Kanya (Three Daughters /Two Daughters), 1961**

President's Silver Medal, New Delhi, 1961 (for Samapti)

Golden Boomerang, Melbourne, 1962 (for the Two Daughters)

Selznik Golden Laurel Award, Berlin, 1963

- **Rabindranath Tagore (Documentary film), 1961**

President's Gold Medal, New Delhi, 1961

Golden Seal, Locarno, 1961

Special Mention, Montevideo, 1962

- **Abhijan (The Expedition), 1962**

President's Silver Medal, New Delhi, 1962

- **Mahanagar (The Big City), 1963**

Certificate of Merit, New Delhi, 1964

Silver Bear for Best Direction, Berlin, 1964

- **Charulata (The Lonely Wife), 1964**

President's Gold Medal, New Delhi, 1964

Silver Bear for Best Direction, Berlin, 1965

Catholic Award, Berlin, 1965

Best Film, Acapulco, 1965

- **Nayak (The Hero), 1966**

Best Screenplay and Story, New Delhi, 1967

Critics' Prize (Unicrit award), Berlin, 1966

Special Jury Award, Berlin, 1966

- **Chiryakhana (The Zoo), 1967**

Best Direction, West Bengal Government, 1968

- **Goopy Gyne Bagha Byne (The Adventures of Goopy and Bagha), 1968**

Award for Best Direction, New Delhi, 1968

President's Gold and Silver Medals, New Delhi, 1970

Silver Cross, Adelaide, 1969

Best Director, Auckland, 1969

Merit Award, Tokyo, 1970

Best Film, Melbourne, 1970

- **Pratidwandi (The Adversary) 1970**

Special Award, New Delhi, 1971

President's Silver Medal, New Delhi, 1971

- **Seemabaddha (Company Limited), 1971**

President's Gold Medal, New Delhi, 1972

PIPRESCI Award, Venice, 1972

- **The Inner Eye, 1972**

President's Gold Medal, new Delhi, 1974

- **Asani Sanket (Distant Thunder), 1973**

Presidents Gold Medal for Music Direction, New Delhi, 1973

Best Regional Film, New Delhi, 1973

Golden Bear, Berlin, 1973

Golden Hugo, Chicago, 1974

- **Sonar Kella (The Golden Fortress), 1974**

President's Silver Medal, Best Screenplay, Direction, New Delhi, 1974

Best Film, Direction and Screenplay, Government of West Bengal, 1974

Best Feature Film for Children and Young Adults, Tehran, 1975

- **Jana Aranya (The Middleman), 1975**

Best Direction, New Delhi, 1975

Best Film, Direction, Screenplay, Government of West Bengal, 1975

Karlovy Vary Prize, 1976

- **Shatranj Ke Khilari (The Chess Players), 1977**

Best Feature Film in Hindi, New Delhi, 1977

Best Color Photography, New Delhi, 1977

- **Joi Baba Felunath (The Elephant God), 1978**

Best Children's Film, New Delhi, 1978

Best Feature Film, Hong Kong Film Festival, 1979

- **Hirak Rajar Deshe (The Kingdom of Diamonds), 1980**

Best Music, Director, New Delhi, 1980

Best Lyrics, New Delhi, 1980

Special Award, Cyprus, 1984

- **Sadgati (Deliverance), 1981**

Special Jury Award, New Delhi, 1981

- **Ghare-Baire (The Home and the World), 1984**

Best Bengali Film, New Delhi, 1984

Best Costume design, New Delhi, 1984

- **Ganashatru (An Enemy of the People), 1989**

Best Bengali Film, New Delhi, 1989

- **Agantuk (The Stranger), 1991**

FIPRESCI Award, Venice, 1991

Best Film, New Delhi, 1991

Best Director, New Delhi, 1991

This is not an exhaustive list.



## **Sandipan Basak ( student )**

Ray was born in Calcutta into an exceptionally talented family who were prominent in Bengali arts and letters. His father died when he was an infant and his mother and her younger brother's family brought him up. After graduating from Presidency College, Calcutta, in 1940, he studied art at Rabindranath Tagore's University in Shantiniketan, West Bengal. He took up commercial advertising and he also designed covers and illustrated books brought out by Signet Press. One of these books was an edition of Bibhutibhusan Bandyopadhyaya's novel, "Pather Panchali," which was to become his first film. In 1947, Ray established the Calcutta Film Society. During a six month trip to Europe in 1950, he managed to see 100 films, including Vittorio De Sica's *Ladri di Biciclette* (1948), which greatly inspired him. He returned convinced that it was possible to make realist cinema and with an amateur crew he endeavored to prove this to the world.

In 1955, after incredible financial hardship (shooting on the film stopped for over a year) his adaptation of *Pather Panchali* was completed. Prior to the 1956 Cannes Film Festival, Indian Cinema was relatively unknown in the West, just as Japanese cinema had been prior to Kurosawa's *Rashomon* (1950). However, with *Pather Panchali*, Satyajit Ray suddenly assumed great importance. The film went on to win numerous awards abroad including Best Human Document at Cannes. *Pather Panchali*'s success launched an extraordinary international film career for Ray.

There is perhaps no filmmaker who exercised such total control over his work as Satyajit Ray. He was responsible for scripting, casting, directing, scoring, operating the camera, working closely on art direction and editing, even designing his own credit titles and publicity material. By his own admission, his films are the antithesis of conventional Hollywood films, both in style and content. His characters are generally of average ability and talents. Perverted or bizarre behavior, violence and explicit sex, rarely appear in his films. His interest lies in characters with roots in their society. What fascinates him is the struggle and corruption of the conscience-stricken person. He brought real concerns of real people to the screen.

A prolific filmmaker, during his lifetime Ray directed 36 films, comprising of features, documentaries and short stories. These include the renowned Apu trilogy (*Pather Panchali*, *Aparajito* (1956) and *Apur Sansar* (1959)), *Jalsaghar* (1958), *Postmaster* (1961), *Charulata* (1964), *Aranyer Din Ratri* (1970) and *Pikoor Diary* (1981) along with a host of his lesser known



works which themselves stand up as fine examples of story telling. His films encompass a diversity of moods, techniques, and genres: comedy, satire, fantasy and tragedy.

After the Apu Trilogy, he moved away from such long-time-span stories and extended sagas. He believed that ‘the long-short-story’ was most suited for a two-hour duration feature film.

In his original screenplays, he preferred exploring the development of characters a restricted time-space domain. *Kanchenjunga* (1962) shows 100 odd minutes in the life of a group in the hill-station of Darjeeling, *Nayak* (The Hero, 1966) depicts a period of twenty-four hours in a train...

While adapting a story or a novel, Ray treated the original stories without inhibitions, often making significant departures from the originals. He said in his ‘Our Films, Their Films’, “When I am using someone else’s story, it obviously means that I find some aspects of the story attractive for certain reasons. These aspects are always evident in the film. Others, which I find unsatisfactory, are either left out or modified to suit my needs. I do not give a thought to purist who rage at departure from the original”.

Ray preferred dialogues that were “realistic” as opposed to smart lines or natural speech. “It is not as if it’s off a tape-recorder, because then you would be wasting precious footage. You have to strike a mean between naturalism and a certain thing which is artistic, which is selective”, he once wrote in an article for a newspaper.

Satyajit Ray worked with actors with no previous acting experience, professionals and even well-known stars. Casting played an important role in all his films. He wrote screenplays for ‘The Apu Trilogy’ films without any reference to the acting talent; as a result, newcomers played most of the parts.

He wrote, “Sometimes, with a minimum of guidance, an actor provides me with exactly what I want. Sometimes I have to try and impose a precise manner, using the actor almost as a puppet. This is my inevitable method with children”. He believed, “Since it is the ultimate effect on the screen that matters, any method that helps to achieve the desired effect is valid”.

In the beginning of his career Ray worked with some of greatest music maestros of Indian classical music; Pandit Ravi Shankar for the Apu Trilogy and Parash Pathar (*The Philosopher’s Stone*, 1958, Ustad Vilayat Khan for *Jalsaghar* (*The Music Room*, 1958) and Ali Akbar Khan for *Devi* (*The Goddess*, 1960). Since *Teen Kanya* (1961), he began composing the music for his films. “The reason why I do not work with professional composers any more is that I

get too many musical ideas of my own, and composers, understandably enough, resent being guided too much”, he said.

He experimented with mixing western and Indian elements in his scores. He composed a background music that belonged a particular film rather than to any recognisable tradition. In Ghare-Baire (Home and the World, 1984), he adapted western music elements along with Indian ones to complement the two influences on the characters of film.

In 1961, Ray had revived "Sandesh," the children's magazine founded by his grandfather and continued by his father until his premature death. From this time, alongside his movie-making, he also produced a constant flow of illustrations, verses, translations and stories for the magazine. Several of his stories featured Felu Mittar, a private detective and it is one of these that he adapted for his second children's film Sonar Kella (1974). Like all of Ray's children's films it was hugely successful. Wary of making films in a language in which he was not proficient, Ray resisted the idea of moving outside the restricted Bengali. However, he was persuaded to aim for a wider audience by making his first film in Hindi, Shatranji Ke Kilhari (1977), a period piece set in Lucknow 1856.

Films directed by Ray, “Pather Panchali, Aparajito, Parash Pathar, Jalsaghar, Apur Sansar, Devi, Teen Kanya, Rabindranath Tagore, Kanchenjunga, Abhijan, Mahanagar, Charulata, Two, Kapurush – O – Mahapurush, Nayak, Chiriyakhana, Goopy Gyne Bagha Byne, Aranyer Din Ratri, Pratidwandi, Seemabaddha, Sikkim, The Inner Eye, Ashani Sanket, Sonar Kella, Jana Aranya, Bala, Shatranj Ke Khilari, Joi Baba Felunath, Hirak Rajar Deshe, Pikoo, Sadgati, Ghare-Baire, Sukumar Ray, Ganashatru, Shakha Prashakha, Agantuk.”

**The awards he won, Padmashree, India, 1958**

Padmabhushan, India, 1965

Magasaysay Award, Manila, 1967/.O

Star of Yugoslavia, 1971

Doctor of Letters, Delhi University, 1973

D. Litt., Royal College of Arts, London, 1974

Padmabibhushan, India, 1976

D. Litt., Oxford University, 1978

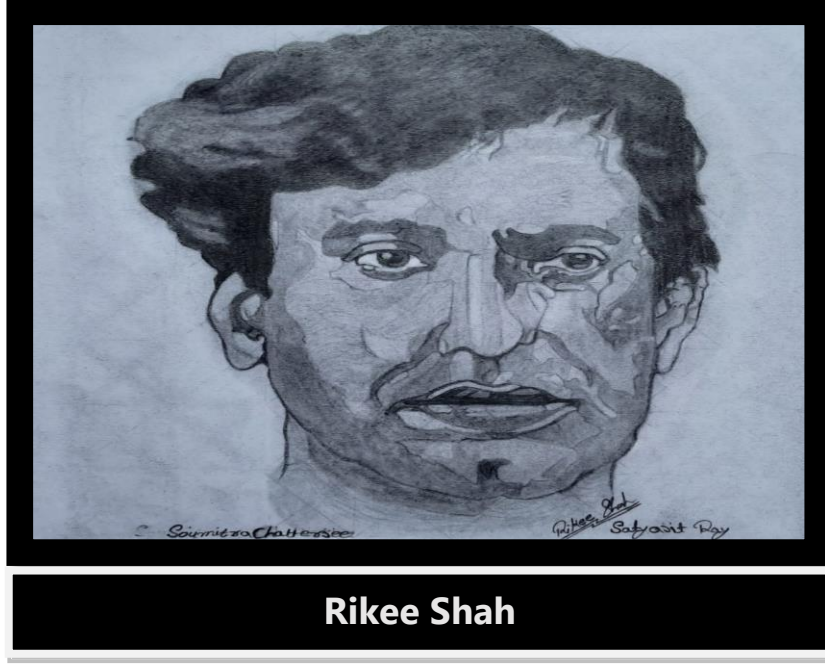
Special Award, Berlin Film Festival, 1978  
 Deshikottam, Visva-Bharati University, India, 1978  
 Special Award, Moscow Film Festival, 1979  
 D. Litt., Burdwan University, India, 1980  
 D. Litt., Jadavpur University, India, 1980  
 Doctorate, Benaras Hindu University, India, 1981  
 D. Litt. , North Bengal University, India, 1981  
 Hommage à Satyajit Ray, Canes Film Festival, 1982  
 Special Golden Lion of St. Mark, Venice Film Festival, 1982  
 Vidyasagar Award, Govt. of West Bengal, 1982  
 Fellowship, The British Film Institute, 1983  
 D. Litt., Calcutta University, India, 1985  
 Dadasaheb Phalke Award, India, 1985  
 Soviet Land Nehru Award, 1985  
 Fellowship, Sangeet Natak Academy, India, 1986  
 Légion d'Honneur, France, 1987  
 D. Litt., Rabindra Bharati University, India, 1987  
 Oscar for Lifetime Achievement, USA, 1992  
 Bharatratna, India, 1992

Due to his medical condition, which resulted from a heart attack during the making of Ghare-Baire (1984), Satyajit Ray was told by his doctors not to do any location work and he was forced to shoot in studios. Unfortunately, this constraint of shooting does mar the last of his films as a whole. This is true of not only Ganashatru (1989) but also Shakha Prashakha (1990) and Agantuk (1991).

In 1992, Ray's health deteriorated due to heart complications. He was admitted to a hospital but never recovered. Twenty-four days before his death, Ray was presented with an Honorary Academy Award by Audrey Hepburn via video-link; he was in gravely ill condition, but gave an acceptance speech, calling it the "best achievement of [his] movie-making career."

He died on 23 April 1992, 9 days before his 71st birthday.

## সত্যজিৎ রায়



সত্যজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্প সমাজে খ্যাতনামা রায় পরিবারে। তার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কিশোরগঞ্জ (বর্তমানে বাংলাদেশ) কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সত্যজিৎের কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্র লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে (ইতালীয়: Ladri di biciclette, বাইসাইকেল চোর) দেখার পর তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন।

সত্যজিৎ রায় তার জীবদ্দশায় প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। প্রথম চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে অক্সফোর্ডের ডিলিট পেয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে সেদেশের বিশেষ সম্মনসূচক পুরস্কার লেজিওঁ দনরে ভূষিত করে। ১৯৮৫ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেস তাকে আজীবন সম্মাননাস্বরূপ একাডেমি সম্মনসূচক পুরস্কার প্রদান করে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই ভারত সরকার তাকে প্রদান করেন দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন। সেই বছরেই মৃত্যুর পরে তাকে মরণোত্তর আকিরা কুরোসাওয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়।

# A FEW ILLUSTRATIONS BY SATYAJIT RAY

